



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার



Lecture Content

☑ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

Content



Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ। আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে তাই দলীয় সরকার বলা হয়। রাজনৈতিক দল হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে একমত পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলের বাইরে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও রয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো স্বৈচ্ছামূলক সংগঠন গোষ্ঠী, যা সরকারি কার্যক্রমের বাইরে থেকে সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

- **রাজনৈতিক সংগঠন:** রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। তবে অর্থ-সামাজিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হয়, কর্মকাণ্ড চালাতে হয় এবং মত প্রকাশ করতে হয়।
- **সম-আদর্শে বিশ্বাসী:** রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। নীতি-আদর্শের মিলই তাঁদের মধ্যে মিলনের বন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- **নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহন:** রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হয়।

- **জনমতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান:** জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয় লাভের চেষ্টা করে।
- **দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ:** রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।
- **জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ:** রাজনৈতিক দল দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা দলীয় নীতি-আদর্শের আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
- **সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি:** রাজনৈতিক দল হচ্ছে কতগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।
- **ক্ষমতা লাভ:** রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।
- **সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি:** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। আদর্শের দিক থেকে কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতৃত্ব:** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তৃত থাকে।
- **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ:** আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অধিকতর।
- **সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি:** রাজনৈতিক দল হচ্ছে কতগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।



- ক্ষমতা লাভ : রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।
- সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। আদর্শের দিক থেকে কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতৃত্ব : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তৃত থাকে।
- নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ : আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অধিকতর।

তথ্য কণিকা

- গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র- পরম সহিষ্ণুতা।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা- বহুদলীয়।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভাব রয়েছে- গণতন্ত্র চর্চা।
- বামপন্থি দলগুলোর আদর্শ- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।
- ডানপন্থি দলগুলোর আদর্শ- ব্যক্তিমালিকানায বিশ্বাসী।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোই- ব্যক্তিনির্ভর।
- গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা- আয়নার ন্যায়।
- রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচী উপস্থাপন করে- নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট।
- বিরোধী দলগুলোর দায়িত্ব হলো- সরকারকে সঠিক পথে রাখা।
- হরতাল, ধর্মঘাট আহ্বান করে সাধারণত- বিরোধী দলগুলো।
- এ দেশের হরতাল, ধর্মঘটের ধরণ- ধ্বংসাত্মক।
- ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী- এক দলীয় শাসনব্যবস্থা।
- রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে- জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা।
- বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী- প্রধানমন্ত্রী।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে- রাজনৈতিক দল।
- স্বাধীন বাংলাদেশে পর্যন্ত যতটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে- ৩টি।
- প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ সন্তুষ্ট নয়- রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে।
- ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ও বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পতন হয়- স্বৈরশাসক এরশাদের।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

- জনমত গঠন: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস হলো জনগণ। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয় ও সচেতন জনমত।
- সরকার গঠন: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে। জনগণ এর মধ্য থেকে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করে।
- ভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ: জনগণ সাধারণত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। জনগণের ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে সংগঠিত করতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দল।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণ নিজের দেশ, দেশের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে।
- বিরোধী বিকল্প পক্ষ: প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দূনীতিপরায়ন না হয় সেজন্য বিরোধী দলগুলো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই ‘বিকল্প সরকার’।
- রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি: রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মসূচি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। জনগণ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি জানতে পারে।
- শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন: রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদলে সাহায্য করে। সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।
- সংসদীয় সরকারের জন্য উপযোগী: সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। দলীয় শৃঙ্খলাই সংসদীয় সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় দৃঢ় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে। এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতেও আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু বন্ধন গড়ে তোলে।
- স্বার্থের গ্রহীকরণ: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থাশ্রমী গোষ্ঠী (Interest group) রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে। এভাবে রাজনৈতিক দল স্বার্থের গ্রহীকরণ (Interest Articulation) করতে সাহায্য করে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী?

- ক. বিরোধী দলকে দমন
- খ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস
- গ. পরমাত্মসহিষ্ণুতা
- ঘ. অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকা

গ

২. কোন শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী?

- ক. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা
- খ. ইসলামী শাসন ব্যবস্থা
- গ. একদলীয় শাসন ব্যবস্থা
- ঘ. অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা

গ

৩. নিচের কোনটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য?

- ক. নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভ
খ. জনগণের ভোট চুরি করে ক্ষমতা লাভ
গ. বিরোধীদলগুলোকে দমন-পীড়ন
ঘ. অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকা

ক

৪. রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ কোনটি?

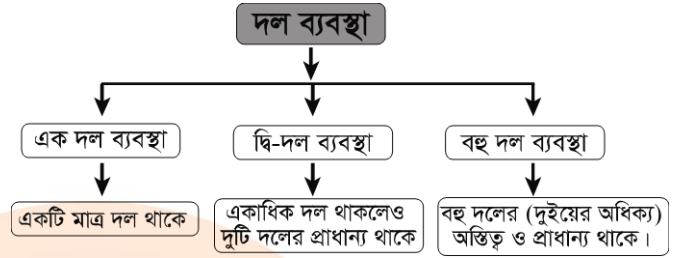
- ক. স্বার্থ রক্ষা করা
খ. জনমত গঠন করা
গ. দেশের সম্পদ বিদেশ পাচার করা
ঘ. নির্বাচনে সহিংসতা সৃষ্টি

খ

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম

- **রাষ্ট্রীয় সদস্য নির্ধারণ:** আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যা বিপুল। অধিকাংশ রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের।
- **নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন:** রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়।
- **জনমত গঠন:** দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সপক্ষে 'জনমত গঠন' করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ।
- **প্রার্থী মনোনয়ন:** নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে।
- **প্রচারণা:** রাজনৈতিক দল নিজ দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায়। এর ফলে নির্বাচকমণ্ডলী দেশের জন্য কোন দলের কর্মসূচি বা নীতি উপযোগী এবং কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া উচিত তা সহজেই এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
- **ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ:** রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ভোটদাতার তালিকায় কোনো নির্বাচক বা ভোটারের নাম ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ল কি না, ভোটের সময় ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কি না, ভোট গণনায় ধরে কোন অন্যায় বা কারচুপি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো দৃষ্টি রাখে।
- **সরকার গঠন:** রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।
- **বিরোধী ভূমিকা পালন:** গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণ-বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে।
- **রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার:** রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালায়।
- **স্বচ্ছাচার প্রতিরোধ:** রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর স্বচ্ছাচারী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরে। এর ফলে কোনো দলই গণবিরোধী ও স্বচ্ছাচারী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।
- **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ:** রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।
- **শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন:** জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরাজিত হতে বাধ্য।

- **সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন:** সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এজন্য মন্ত্রিপরিষদকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।



- **জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি:** রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থ বা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে না।
- **সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নেও দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রে দল ও সরকার এক এবং অভিন্ন।
- **স্বার্থের একত্রীকরণ:** রাজনৈতিক দল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও বিভিন্ন পেশার মানুষের স্বার্থের একত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা- ১. একদলীয় ব্যবস্থা (One Party System) ২. দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (Bi-party System) ৩. বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System)

১. **একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System):** কোনো দেশে যখন সাংবিধানিকভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাকে 'একদলীয় ব্যবস্থা' বলে। একদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
২. **দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System or Two-Party System):** যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয়া যায়, তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।
৩. **বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System):** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না।

ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

- বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের নাম- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
- বাংলাদেশে বর্তমানে বিরোধী দলের নাম- জাতীয় পার্টি।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়- বিরোধী দলকে।
- উন্নয়ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দলও সরকারি দলের ন্যায় গঠন করে- ছায়া মন্ত্রিসভা।
- বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অপর নাম হলো- দলীয় শাসন।
- বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সম্পর্ক- দা-কুমড়ার ন্যায়।
- জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা কার্যত- দুর্বল।
- রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে- সরকার।
- বিরোধী দলকে রাজা ও রানির বিরোধী দল বলা হয়- ইংল্যান্ডে।
- সরকারি দলের অন্যতম ত্রুটি হলো- বিরোধিতার জন্য কেবল বিরোধিতা করা।

- সংসদকে কার্যকর করার দায়িত্ব- সরকার ও বিরোধী দলের।
- দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত- ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের।

- If there is no opposition, there is no democracy উক্তিটি করেছিলেন- Ivor Jennings.
- বিরোধী দলের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য- মন্ত্রিসভার সদস্যরা।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ১) প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়?
ক) মন্ত্রিসভাকে খ) বিরোধী দলকে
গ) শাসন বিভাগকে ঘ) প্রগতিশীল সংস্থা সমূহকে
- ২) সংসদকে কার্যকর রাখার দায়িত্ব-
ক) ক্ষমতাসীন দলের খ) বিরোধী দলের
গ) ক ও খ উভয়ের ঘ) রাষ্ট্রপতির
- ৩) সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা অন্যতম কাজ-
ক) ক্ষমতাসীন দলের খ) বিরোধী দলের
গ) প্রধান বিচারপতির ঘ) রাষ্ট্রপতির
- ৪) বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা মূলত-
ক) কার্যকর খ) অকার্যকর
গ) বিরোধী দলীয় ঘ) অন্যান্য দেশের ন্যায়

- ৫) ওয়াকআউট কি?
ক) বিরোধীদল কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের নাম
খ) সাময়িক সময়ের জন্য বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন ত্যাগ
গ) চিফ হুইপের ভাষণ
ঘ) স্পিকার কর্তৃক রুল জারি
- ৬) কে রাজনৈতিক দলের নেতা নন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) বিরোধী দলীয় নেতা
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) চীপ হুইপ
- ৭) জাতীয় সংসদে নিরপেক্ষতার প্রতীক কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) বিরোধী দলীয় নেতা
গ) স্পিকার ঘ) মন্ত্রীবর্গ

উপমহাদেশে রাজনৈতিক দলের ইতিহাস

□ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অস্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে লর্ড ডাফরিনের সমর্থনে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (All India National Congress) নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ভারতীয় উঠতি ধনিক শ্রেণী এবং ব্রিটিশ অনুগত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্ররূপে কংগ্রেস বিকশিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে বলা হয়েছিল যে, "ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।" ফিরোজ শাহ মেহতা, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী বসু প্রমুখ মধ্যমস্থি কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সকল জাতির সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

□ মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা সম্মেলনে বসে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রশ্নে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মত বিনিময় করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ একটি স্বতন্ত্র সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এভাবেই "সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ" নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

□ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলটি পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। ১৯৫৩ সালে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত

হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' রাখা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

□ জাতীয় পার্টি

১৯৮৬ সালে ১ জানুয়ারি এর প্রতিষ্ঠা। জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামি আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তি-এই পাঁচটিকে দলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ

দলের নাম	প্রতীক
০১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
০২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	ধানের শীষ
০৩. জাতীয় পার্টি-জাপা	লাঙ্গল
০৪. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	মশাল
০৫. বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ি
০৬. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	গরুর গাড়ি
০৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	ছাতা
০৮. জাতীয় পার্টি-জেপি	সাইকেল
০৯. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
১০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাণ্ডে
১১. গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
১২. বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর
১৩. বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা

তথ্য কণিকা

- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৩ জুন, ১৯৪৯।

- আওয়ামী মুসলিম লীগের বর্তমান নাম- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
- ৬ দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল- আওয়ামী লীগ।
- আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী- শেখ হাসিনা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হক।
- ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৫ জুলাই, ১৯৫৭।
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠিত হয়- ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

- বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন- রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- প্রতিষ্ঠাকালীন বিএনপির নাম ছিল- জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল।
- বিএনপির বর্তমান চেয়ারপার্সন- বেগম খালেদা জিয়া।
- জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৮৬।
- ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- ১) ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
ক) মুসলিম লীগ
খ) আওয়ামী লীগ
গ) পিপলস পার্টি
ঘ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
- ২) বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় কোন সালে?
ক) ১৯৬৮ সালে
খ) ১৯৮৩ সালে
গ) ১৯৮৪ সালে
ঘ) ১৯৮৫ সালে
- ৩) দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যতীত কতজন নির্বাচিত মহিলা এমপি আছেন?
ক) ৬জন
খ) ১৯জন
গ) ৮জন
ঘ) ৯জন

- ৪) বহুদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭৩ সালে
খ) ১৯৭৬ সালে
গ) ১৯৭৯ সালে
ঘ) ১৯৯১ সালে
- ৫) কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন-
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) এ কে ফজলুল হক
ঘ) মওলানা ভাসানী
- ৬) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯০৫ সালে
খ) ১৯০৬ সালে
গ) ১৯১০ সালে
ঘ) ১৯১১ সালে
- ৭) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৪৮ সালে
খ) ১৯৪৯ সালে
গ) ১৯৫০ সালে
ঘ) ১৯৫২ সালে

বাংলাদেশের নির্বাচন:

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন ১১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভিন্ন নির্বাচন আয়োজন করে থাকে।
- ছবিসহ ভোটের তালিকা ও আইডি কার্ড প্রথম ব্যবহার করা হয়- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।
- ‘না’ ভোট প্রবর্তন করা হয়েছিল- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।
- নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য ছিল- ২০ জন।
- বর্তমান দশম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য- ১৯ জন।
- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৭ মার্চ, ১৯৭৩।
- বাংলাদেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৫ জানুয়ারি, ২০১৪।
- গণভোট বাতিল হয়- ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল- সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে।
- ওয়ান ইলেভেন- ২০০৭ সালে ১ নভেম্বর ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে, এটি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস ‘ওয়ান ইলেভেন’ নামে পরিচিত।
- দেশের ১১তম সিটি কর্পোরেশন হচ্ছে- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (৫ নভেম্বর-২০১২)।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২ ভাগে বিভক্ত (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ) করা হয়- ২৯ নভেম্বর ২০১১।

৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনঃ

- স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে → ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী (১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর)
- স্বৈরাচারের পতন → ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর
- পুলিশের গুলিতে শহীদ হন → যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন
- নূর হোসেন নিহত → ১০ নভেম্বর
- শহীদ নূর হোসেন দিবস → ১০ নভেম্বর
- নূর হোসেনের গায়ে লেখা ছিল
→ “স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক”

বাংলাদেশে গণভোট

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গণভোট হয়েছে ৩টি।

প্রথম গণভোট	৩০ মে ১৯৭৭
দ্বিতীয় গণভোট	১ মার্চ, ১৯৮৫
তৃতীয় গণভোট	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

- প্রথম ও দ্বিতীয় গণভোট → প্রশাসনিক
- তৃতীয় গণভোট → সাংবিধানিক
- গণভোট বাতিল হয় → ১৫তম সংশোধনীতে

সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং তাদের ভূমিকা

সুশীল সমাজ (Civil Society):

সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটির ধারণা সাম্প্রতিক। আধুনিক কল্যাণকারী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। জনসাধারণকেই স্বাভাবিক অর্থে সিভিল সোসাইটি বলা হয়। তবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের দ্বারা গঠিত যেকোনো বেসরকারি সংগঠনই সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতারই স্বরূপ। নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও জীবনযাপনের মাধ্যমে জীবনকাল অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিককে তার প্রত্যাশিত স্বাধীনতা দিতে চায় না, ফলে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পেতে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ জীবন যাপন করতে শুরু করে, তখন সিভিল সমাজের উদ্ভব ঘটে বলে ধরে নেওয়া হয়। এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- * নাগরিক ব্যক্তিস্বাধীনতা;
- * গণতান্ত্রিক অধিকার;
- * রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যৌক্তিকভাবে শাণিত করা।

সুশীল সমাজ হচ্ছে মূলত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি সরকারকে জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন কর্ম কাণ্ডে জনগণের মতামত প্রতিফলনের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায়।

সুশীল সমাজের ভূমিকা:

রাষ্ট্র সমাজের একটি সংগঠন। অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে এর আনুগত্য অধিক হতে পারে না। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষমতার উপাদান মিশ্রিত। এ কারণেই রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী হবে, তা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসিতাবোধের সীমাবদ্ধতা ও মানবতার চৌহদ্দি প্রয়োজন। সরকারের প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। ক্ষমতার বৈধ শর্ত নির্বাচন। নির্বাচনে জয়ী রাজনৈতিক দল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সর্বগ্রাসী করে তোলে এবং সিভিল সোসাইটিকে ক্ষুদ্র করে।

ক্ষমতাকে প্রতিহত করা: সুশীল সমাজের প্রধান কাজ হচ্ছে অনবরত রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী ক্ষমতাকে প্রতিহত করে তাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সহনশীল করে রাখা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার চৌহদ্দি নির্ধারণ করা।

সম্ভ্রাস প্রতিহত করা: সুশীল সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্ভ্রাস প্রতিহত করা।

ব্যক্তির স্বাধীনতা: ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে স্বাধীন ও সুস্থ রাখাই সুশীল সমাজের প্রধান দায়িত্ব। এর ফলে সমাজে বিস্তার লাভ করবে বিভিন্ন গুণ্ড ও প্রয়োজনীয় বিষয়-নৈতিকতা, ক্ষমতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি।

তথ্য কণিকা

- সুশীল সমাজের ধারণাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন- দার্শনিক টমাস হবস সপ্তদশ শতাব্দীতে।
- গণতান্ত্রিক চেতন সমৃদ্ধ সক্রিয় সামাজিক কর্মকাণ্ড ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণকারী নাগরিক গোষ্ঠীকে বলা হয়- সুশীল সমাজ।
- সুশীল সমাজ মূলত সরকারের- প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান।
- সুশীল সমাজের অপর নাম- গণতান্ত্রিক সমাজ।
- ‘ইউরোপের মধ্যযুগের বিলুপ্তির পরেই সুশীল সমাজের উদ্ভব ঘটে’- উক্তিটি কার্ল মার্কস এর।
- সুশীল সমাজের উপরে অবস্থান- রাষ্ট্রের।
- সুশীল সমাজের নিচে অবস্থান- পরিবারের।
- এল. ডায়মন্ড এর মতানুসারে সুশীল সমাজ- ৭ প্রকার।

সুশীল সমাজের লক্ষ্য-

- সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা;
- রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করা;
- সকল অন্যায়ে বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা।

সুশীল সমাজের ক্যাটাগরি-৩টি

১. প্রাথমিক ক্যাটাগরি: ধনিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ, আমলা।
২. মাধ্যমিক ক্যাটাগরি: শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ছাত্র ইত্যাদি।
৩. প্রান্তিক ক্যাটাগরি: শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সরকারের বাইরের কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান যা সরকারকে বা শাসন বিভাগকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য দেয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমাজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থে ও দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। আলফ্রেড গ্রাজিয়ার এর মতে, “চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে”।

উদ্দেশ্য অনুযায়ী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দুই প্রকার। যথা- ১. উন্নয়নমূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং ২. সংরক্ষণমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

- বেসরকারি সংগঠন
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ
- নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন
- সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী
- সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকারভেদ

G. A. Almond এবং Powell স্বার্থগোষ্ঠীকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন।

- ১) স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী
- ২) সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী
- ৩) সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী
- ৪) প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

- সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে।
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের আলোকে সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- রাজনৈতিক প্রচার-প্রসার সংগঠিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি বক্তৃতা, মিছিল-মিটিং, পুস্তিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন কিংবা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে সরকারকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।
- সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে, সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী হলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে সরকারকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পালনে বাধ্য করে।

তথ্য কণিকা

- যে সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ- উদারনৈতিক গণতন্ত্রে।
- S. E. Finer এর মতে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী Lobby Group.
- Almond and Powel চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন- ৪ ভাগে।
- উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী- ২ ভাগে বিভক্ত।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে চাপ দেয়- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

- সুশীল সমাজ কাজ করে- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে।
- কোন বিশিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে এমন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বলা হয়- উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে- ওয়াচডগ হিসেবে।
- সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায়- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- বিশ্বব্যাপক এবং আইএমএফ হলো- এক ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্য নাম- Attitude Group, Interest Group, Non-Political and Organized Group.
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে- শাসন বিভাগের কার্যক্রম।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- কিছু সংখ্যক সাধারণ বেসরকারি লোকের সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী যারা, রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে আইনসভার বাইরে থেকে সরকারি নীতিমালা গ্রহণ করে, এসব স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎপরতা চালায় তাদেরকে কি বলে?
ক) রাজনৈতিক গোষ্ঠী খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
গ) বিশেষায়িত গোষ্ঠী ঘ) সমন্বিত গোষ্ঠী **খ**
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের কোন ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?
ক) অর্থনৈতিক খ) সাংস্কৃতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) খেলাধুলা **গ**
- শিক্ষক কর্মচারী একজোট কোন ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী?
ক) উন্নয়নমূলক খ) পরিবর্তনমূলক
গ) সংরক্ষণমূলক ঘ) পরিবর্তনমূলক **গ**
- উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কি হিসেবে ভূমিকা পালন করে?
ক) ওভারসিয়ার খ) ওয়াচম্যান
গ) ওয়াচডগ ঘ) লিংক ব্রিজ **গ**
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য কি?
ক) সরকারি স্বার্থ উদ্ধার খ) সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার
গ) গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার **গ**
- কোনটি সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে?
ক) বিচারকগণ খ) আমলাগণ
গ) আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **ঘ**
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিচের কোনটির কার্যক্রমকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ **খ**
- সুশীল সমাজ হলো-
ক) রাজনৈতিক দল খ) ধর্মীয় সম্প্রদায়
গ) উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ঘ) সরকারি সংস্থা **গ**

- 'সুজন' এর পূর্ণরূপ কি?
ক) রাজনৈতিক দল খ) সুশাসনের জন্য নাগরিক
গ) এক প্রকার আম ঘ) একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম **খ**
- TIB এর পূর্ণরূপ কি?
ক) Transparency International Bangladesh
খ) Transparenc International Bangladesh
গ) Transparency Intelligence Branch
ঘ) Transparency Intelligence Bureau **ক**
- বিশ্বব্যাপক ও আইএমএফ হলো-
ক) সমন্বিত গোষ্ঠী খ) ধর্মীয় গোষ্ঠী
গ) বিশেষায়িত গোষ্ঠী ঘ) আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **ঘ**
- দুর্নীতি-হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংগঠন?
ক) Transparency International Bangladesh
খ) Transparency Intelligence Branch
গ) Transparenc International Bangladesh
ঘ) Transparency Intelligence Bureau **ক**
- Amnesty International কি ধরনের সংস্থা?
ক) অর্থনৈতিক খ) সাহিত্য সম্পর্কিত
গ) মানবাধিকার ঘ) আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **গ**
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র' কি ধরনের সংস্থা?
ক) অর্থনৈতিক খ) মানবাধিকার
গ) ধর্মীয় ঘ) খেলা **খ**
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কী বোঝায়
ক) ক্যাবিনেট খ) বিরোধী দল
গ) সুশীল সমাজ ঘ) লোকপ্রশাসন বিভাগ **খ**
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র কে ছিলেন?
ক) আনিসুল হক খ) সাঈদ খোকন
গ) সাদেক হোসেন খোকা ঘ) মোহাম্মদ হানিফ **ঘ**
- বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স কত?
ক) ১৮ খ) ১৯
গ) ২০ ঘ) ২১ **ক**

বাংলাদেশের গণমাধ্যম

বাংলাদেশ বেতার

পূর্ব বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে
বাংলাদেশ বেতারের পূর্বনাম	রেডিও বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেল	রেডিও মেট্রোওয়েভ (বর্তমানে বন্ধ)
বেতার প্রচারিত প্রথম নাটক	কাঠ ঠোঁকরা (বুদ্ধদেব বসু)
বাংলাদেশ সংলাপ	বিবিসির প্রচারিত অনুষ্ঠান

এফএম রেডিও

- FM Radio এর পূর্ণরূপ- Frequency Modulation.
- বাংলাদেশের প্রথম ও ২৪ ঘণ্টার এফএম রেডিওর নাম- রেডিও টুডে।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের নাম- রেডিও মেট্রোওয়েভ।
- রেডিও মেট্রোওয়েভ চালু হয়- ১৯৯৬ সালে (বর্তমানে বন্ধ)।
- বাংলাদেশে বর্তমানে চালুকৃত বেসরকারি এফএম রেডিও- ১২টি।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্বোধন করা হয়- ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
- রেডিও বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ বেতার করা হয়- ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিষয় কার্যক্রম থেকে যে ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ভাষায়।
- বাংলাদেশে আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র রয়েছে- ১২টি।
- দেশের ১২তম আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র- কুমিল্লা (১৩জুন ২০০৯ পূর্ণাঙ্গ প্রচারে যায়)।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

বিশ্বের প্রথম দূরদর্শনের মাধ্যমে ছবি দেখানো হয়	১৯২৪ সালে, ইংল্যান্ডে
বিশ্বের প্রথম রঙিন ছবি দেখানো হয়	১৯২৮ সালে, ইংল্যান্ডে
বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র	২টি। যথা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম
বাংলাদেশে টেলিভিশনের উপকেন্দ্র	১৪টি
বাংলাদেশে টেলিভিশনের পুনঃ প্রচারকেন্দ্র	১টি। (রাঙামাটিতে অবস্থিত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়	২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম ভবন ছিল	ঢাকার ডি.আইটি. ভবন (বর্তমান রাজউক ভবন)
ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯৭৫ সালে
বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়	১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে
চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে
বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল	এটিএন বাংলা (১৫জুলাই, ১৯৯৭)
বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল	এনটিভি (৩ জুলাই, ২০০৩)
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল	একুশে টিভি (১৪ এপ্রিল, ২০০০)

বাংলাদেশের প্রথম ইসলামভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল	ইসলামী টিভি (১৪ এপ্রিল, ২০০৭) বর্তমানে বন্ধ
‘বিটিভি ওয়ার্ল্ড’ স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে	১১ এপ্রিল, ২০০৪ সালে

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম.....

শিল্পী	ফেরদৌসী রহমান
নাটক	একতলা দোতলা (১৯৬৫ সালে প্রচারিত হয়)
নাট্য প্রযোজক	মনিরুল আলম
টিভি সিরিয়াল	দ্রিরাহ্ন (১৯৯৬ সালে প্রচারিত হয়)
প্যাকেজ নাটক	প্রাচীর পেরিয়ে
বাংলা সংবাদপাঠক	হুমায়ুন চৌধুরী
ইংরেজি সংবাদপাঠক	আলম রশিদ
অনুষ্ঠান পরিচালক	কলিম শরাফী
গান	‘এই যে আকাশ নীল হল আজ’ (রচনা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

তথ্য কণিকা

- ছবি ও শব্দ প্রেরণ যন্ত্রকে বলা হয়- টেলিভিশন।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়- ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- রামপুরা টিভি ভবনের নকশা প্রস্তুত করেন- সুইডেনের স্থপতি প্রফেসর পিটার সেলসিং এবং বাংলাদেশের মাহাবুবুল হক।
- ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ৬ মার্চ, ১৯৭৫।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-কেন্দ্র বা রিলে কেন্দ্র- ১৪ টি।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসির অনুষ্ঠান সম্প্রচার আরম্ভ করে ১ এপ্রিল, ১৯৯৩।

টেলিযোগাযোগ

- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০ রংপুরের মিঠাপুকুরে।
- Wi-MAX এর পূর্ণরূপ হল- World wide Interoperability for Microwave Access. এটি উচ্চ ক্ষমতার ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি সেবা। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি চালু হয় ২১ জুলাই, ২০০৯।
- ঢাকায় প্রথম সেলুলার টেলিফোন চালু হয় ৮ আগস্ট, ১৯৯৩।
- বাংলাদেশে কার্ডফোন চালু হয় ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশ টিএন্ডটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলো হলো-ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা।
- ২০০৮ সালের ১ জুলাই ‘বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিবি)’- কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)”-এ পরিণত করা হয়।
- টেলিযোগাযোগ আইন জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় ২০০১ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৯৮১ সালে ঢাকায়।
- ঢাকায় ১৯৮৩ সালে একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল আন্তর্জাতিক ট্রান্স এক্সচেঞ্জ (আইটিএক্স) স্থাপিত হয়।

- সিলেটের নতুন উপগ্রহ ভূকেন্দ্রটি স্থাপন করেছে ব্রিটিশ টেলিকম।
- বাংলাদেশের ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড- bd (১৯৯৯-এ চালু হয়)।
- ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের কোন টেলিযোগাযোগ সম্পর্ক নাই।
- **বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন**
- টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর মাধ্যমে ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) গঠন করা হয়।

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

- বাংলাদেশে উপগ্রহ ভূকেন্দ্রের সংখ্যা সর্বমোট ৪টি। এগুলো বেতবুনিয়া, তালিাবাদ, মহাখালী ও সিলেট।
- তালিাবাদ অবস্থিত গাজীপুর জেলায়। কেন্দ্রটি চালু হয় জানুয়ারি, ১৯৮২ সালে। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।
- বেতবুনিয়া কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।
- সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে।
- বাংলাদেশ থেকে মহাশূন্যে যে স্যাটেলাইট উপগ্রহ প্রেরণ করা হয়েছে তার নাম- ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’।
- বাংলাদেশে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র সমূহ

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা সাল
বেতবুনিয়া	রাঙামাটি	১৪ জুন ১৯৭৫
তালিাবাদ	গাজীপুর	জানুয়ারি ১৯৮২
মহাখালী	ঢাকা	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
সিলেট	সিলেট	১৯৯৭

সাবমেরিন কেবল-এ বাংলাদেশের সংযুক্তি

- প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত বাংলাদেশ
- ✓ প্রকল্পের নাম : সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন (SEA-ME-WE 4)।
- ✓ SEA-ME-WE 4-এর পূর্ণরূপ : South East Asia Middle East Western Europe 4.
- ✓ কনসোর্টিয়ামের সদস্য: ১৪টি দেশের ১৬ টি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কোম্পানি।
- ✓ বাংলাদেশ সংযুক্ত হয়: ২১ মে ২০০৬।
- ✓ সদস্য দেশসমূহ : সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, ইউএই, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিসর, ইতালি, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও ফ্রান্স।
- ✓ সাবমেরিন কেবলের মোট দৈর্ঘ্য : ১৮,৮০০ কিলোমিটার।
- ✓ বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের দৈর্ঘ্য : ১২৬০ কিলোমিটার (গভীর সমুদ্রের মূল কেবল হতে কক্সবাজার পর্যন্ত)।
- ✓ অবস্থান : ঝিলংজা, কক্সবাজার।
- **দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত বাংলাদেশ**
- তথ্য প্রযুক্তি খাতে জয়যাত্রার নতুন স্মারক হিসেবে ১০, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বাংলাদেশে সংযুক্তি লাভ করে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল South East Asia Middle East Western Europe-5 (SEA-ME-WE-5)-এ। ফ্রান্সের মার্সেলি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এ সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ২০,০০০ কিলোমিটার এবং এটি ১৮টি দেশের ১৯টি ল্যান্ডিং স্টেশনে যুক্ত। বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE-4) এর চেয়ে এটি

১০ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। এর ব্যান্ডউইথ সরবরাহের ক্ষমতা ২৪ টেরাবিটস পার সেকেন্ড। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলি ইউনিয়নের পোড়া আমখোলা পাড়া গ্রামে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়- ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০।
- সাবমেরিন কেবল প্রকল্প কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের।
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিফোন কোড- +৮৮ বা ০০৮৮।
- বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নাম- বিটিসিএল।
- বিটিসিএল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১ জুলাই, ২০০৮।
- টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি, ২০০২।
- বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইট- www.bangladesh.gov.org।
- হাইটেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে- ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈর (গাজীপুর) উপজেলায়।
- বাংলাদেশের ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড- .bd (১৯৯৯-এ চালু হয়)।

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

□ ডাকটিকিট

স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিট (২০ পয়সা) প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। এর ডিজাইনার ছিলেন রিপি চিন্টনিশ। এতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি ছিল। ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এ ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকার ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এগুলো ডিজাইন করেছেন বিমান মল্লিক। এগুলো ইংল্যান্ডের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল।

□ ডাক বিভাগ

‘সেবাই আদর্শ’ মূলমন্ত্র নিয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ পদের নাম ‘পোস্ট মাস্টার জেনারেল’। ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (ইউপিউই) সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৮৫ সালে ঢাকা জিপিওতে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাক জাদুঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালে ঢাকার জিপিওতে এ জাদুঘরটি ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের ডাক কোড ব্যবস্থা চালু হয়। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে রাজশাহীতে দেশের একমাত্র ‘পোস্টাল একাডেমি’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

□ ডাক বিভাগের সেবাসমূহ

- ✓ **জিইপি:** ১৯৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ‘গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোস্ট’ চালু করে দেশের অভ্যন্তরীণ জরণরি ডাক বিলির ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ **ইএমএস:** চিঠিপত্র, ডকুমেন্টস এবং জিনিসপত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো সম্ভব হয়।
- ✓ **ই-পোস্ট:** ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট ইলেক্ট্রনিক মেইল সার্ভিস চালু হয়। ই-পোস্টের মাধ্যমে নিজস্ব কোন ই-মেইল ঠিকানা বাদেও পোস্ট অফিসের ই-মেইল ব্যবহার করে যে কোন মানুষ অতি দ্রুত ডকুমেন্টস এবং খবরাদি পাঠাতে পারে।
- ✓ **ইএমটিএস:** ২০১০ সালের ২৬ মার্চ ডাক বিভাগ ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস চালু করেছে। যার মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহার

করে স্বল্প খরচে অতিক্রান্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে।

- ✓ ই-পে: ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'পোস্ট ই-পে' নামে মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে ডাক বিভাগ। বর্তমানে এটি 'নগদ' নামে পরিচিত।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশের ডাক বিভাগের মনোমুগ্ধকর লেখা রয়েছে- 'সেবাই আদর্শ', এটি ডাক বিভাগের মূলমন্ত্র।
- স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট ছবি ছিল- শহীদ মিনারের।
- GPO-এর পূর্ণরূপ- General Post Office.
- স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়- চুয়াডাঙ্গা।
- ফিলাটেলি হলো- ডাকটিকেট সংগ্রহ ও অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিদ্যা।
- বাংলাদেশে পোস্ট কোড চালু হয়- ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে।
- বর্তমান বাংলাদেশে ২৭৪৯টি পোস্ট অফিসে ইলেকট্রনিক্স মানি অর্ডার সার্ভিস চালু আছে।

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়

- বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত প্রথম নাটক- বুদ্ধদেব বসুর 'কাঠ চৌকরা' (উদ্বোধনী দিনে)।
- বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেলের নাম-এটিএন বাংলা (১৫ জুলাই ১৯৯৭ এর কার্যক্রম শুরু হয়)।
- প্রথম প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম- সমাচার দর্পণ।
- মাসিক 'সমকাল' (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন- সিকান্দার আবু জাফর।
- দেশের নারীদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম- বেগম।
- 'বেগম' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক- নূরজাহান বেগম।
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংস্থার সংগঠন- বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, তথ্য অধিদপ্তর, পিআইডি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।
- বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল যে ধরনের প্রতিষ্ঠান- কোয়ালি জুডিশিয়াল বা আধা বিচারিক প্রতিষ্ঠান।
- BPC এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Press Council.

বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা

বাংলাদেশের কিছু সংবাদ সংস্থা

বাসস	Bangladesh Sangbad Sangstha
ইউএনবি	United News of Bangladesh
রিয়েল টাইম নিউজ নেটওয়ার্ক	Real-time News Network
ইউএনএস	United News Service
আবাস	Anandapatra Bangla Sangbad
এনএনবি	News Network of Bangladesh
বিএনএ	Bangladesh News Agency
বিএনএস	Bangladesh News Service

নিউজ মিডিয়া	News Media
পিএনএ	Probe News Agency
প্রেস নেটওয়ার্ক	Press Network
ইএনএ	Eastern News Agency

বাংলাদেশের কিছু অনলাইন ভিত্তিক সংবাদপত্র

বিডি নিউজ ২৪	bdnews24.com
বাংলা নিউজ ২৪	Bangla News24.com
বাংলার চোখ	Banglarchokh.com
শীর্ষ নিউজ	Sheershanews.com
বার্তা নিউজ	bartanews.com
ফোকাস বাংলা	Focusbangla.com.bd
নতুন বার্তা	natunbarta.com
নিউজ গার্ডেন	newsgardenbd.com
বাংলাবার্তা	banglabarta.com.au

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংবাদ সংস্থার নাম - বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ সংস্থার নাম - বিডি নিউজ।
- বাংলাদেশের প্রথম ই-নিউজ পেপার ও বার্তা সংস্থার নাম - একান্তর নিউজ সার্ভিস (ইউএনবি)।
- ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) যাত্রা শুরু করে - ১৯৮৮ সালে।
- বাসস প্রতিষ্ঠিত হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৭২।

সংবাদপত্র

বাংলা সংবাদপত্র

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র	বেঙ্গল গেজেট (ইংরেজি ভাষায়)।
বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র	দিগদর্শন
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	সমাচার দর্পণ
বাঙালি পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র	বেঙ্গল গেজেট
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র	সমাচার সভারাজেন্দ্র
বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র	সংবাদ প্রভাকর
ব্রাহ্মসমাজ এর মুখপাত্র	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
বাংলাদেশে ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	রংপুর বার্তাবহ
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	ঢাকা প্রকাশ
ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর মুখপাত্র	শিখা
ঢাকার প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ এর মুখপাত্র	ক্রান্তি
বাংলা সাহিত্যে কথ্য রীতির প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা	সবুজপত্র

প্রথম চৌধুরীর বীরবলী রীতির প্রচার মাধ্যম	সবুজপত্র
বাংলাদেশে নারীদের প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা	বেগম
ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা	শিখা, প্রগতি, ক্রান্তি, লোকায়ত, সমকাল
কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা	‘কালি-কলম’ ‘কল্লোল’
বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বাহিরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র	দেশবার্তা (লন্ডন থেকে প্রকাশিত)
বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ইংরেজি দৈনিক	Bangladesh Observer
‘ধুমকেতু’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বাণী	আয় রে চলে, আয় রে ধুমকেতু/.....

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সংবাদপত্র

সংবাদপত্র	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
বাঙ্গাল গেজেট	১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সম্বাদ কৌমুদী	১৮২১	রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রাহ্মণ সেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গদূত	১৮২৯	নীলমণি হালদার
সমাচার সাভারাজেন্দ্র	১৮৩১	শেখ আলীমুল্লাহ
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
রংপুর বার্তাবহ	১৮৪৭	গুরুচরণ রায় শর্মা
বিধিধার্থ সংগ্রহ	১৮৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মাসিক পত্রিকা	১৮৫৪	প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা	১৮৬৩	কাসাল হরিনাথ
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অজিজ্ঞেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্ঞানাস্বেষণ	১৮৮১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সুধাকর	১৮৮৯	শেখ আবদুর রহিম
সাহিত্য	১৮৯০	সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিহির	১৮৯২	শেখ আবদুর রহিম
হাফেজ	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম

সংবাদপত্র	প্রকাশকাল	সম্পাদক
কোহিনুর	১৮৯৮	মো: রওশন আলী
লহরী	১৯০০	মোজাম্মেল হক
প্রবাসী	১৯০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
নবনূর	১৯০৩	সৈয়দ এমদাদ আলী
বাসনা	১৯০৮	শেখ ফজলুল করিম
সবুজ পত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
আল এসলাম	১৯১৫	মাওলানা আকরাম খাঁ
মাসিক সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন
সাপ্তাহিক সওগাত	১৯২৮	মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
আঙুর (কিশোরপত্র)	১৯২৩	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
কল্লোল	১৯২০	দীনেশ রঞ্জনদাশ
সাম্যবাদী	১৯২৩	খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন
কালি-কলম	১৯২৬	প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রগতি	১৯২৬	বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত
শিখা	১৯২৭	আবুল হোসেন
দৈনিক আজাদ	১৯৩৫	মাওলানা আকরাম খাঁ
কবিতা	১৯৩৫	বুদ্ধদেব বসু
সাহিত্যপত্র	১৯৪২	বিষ্ণু দে
সাপ্তাহিক বেগম	১৯৪৭	বেগম সুফিয়া কামাল
নতুন কবিতা	১৯৪৯	আব্দুল রশীদ খান ও আশরাফ দিদ্দিকী
সমকাল	১৯৫৭	সিকান্দার আবু জাফর
নারীশক্তি	-	ডা: লুৎফর রহমান
স্বাক্ষর	১৯৬৩	রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক
সাপ্তাহিক মোহাম্মদী	১৯০৮	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
দৈনিক মোহাম্মদী	১৯২২	
মাসিক মোহাম্মদী	১৯২৭	
ধুমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম
লাঙ্গল	১৯২৫	
নবযুগ	১৯৪১	

বাংলাদেশের সংবাদপত্র

- ‘লাঙল’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- কাজী নজরুল ইসলাম।
- ‘দৈনিক নবযুগ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- কাজী নজরুল ইসলাম।
- ‘সওগাত’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন।
- ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’- এ উক্তিটি যে পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো- শিখা পত্রিকায়।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম- ঢাকা প্রকাশ (প্রকাশিত হয় ৮ মার্চ ১৮৬১)।
- ‘মোসলেম ভারত’ নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- মোজাম্মেল হক।



Teacher's Work

১. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কী বোঝায়? [৪৩তম বিসিএস]
ক. ক্যাবিনেট খ. বিরোধী দল
গ. সুশীল সমাজ ঘ. লোকপ্রশাসন বিভাগ
২. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়- [৪০,৩৪৩ ২৮তম বিসিএস]
ক. ৭ ফেব্রু. ৭৩ খ. ৭ জানু. ৭৩
গ. ৭ মার্চ, ৭৩ ঘ. ৭ এপ্রিল ৭৩
৩. আইন ও সালিশ কেন্দ্র কী ধরনের সংস্থা? [৪০তম বিসিএস]
ক. অর্থনৈতিক খ. মানবাধিকার
গ. ধর্মীয় ঘ. খেলাধুলা
৪. Almond and Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন- [৪০তম বিসিএস]
ক. ৩ভাগে খ. ৪ভাগে
গ. ৫ভাগে ঘ. ৬ভাগে
৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল- [৩৮তম বিসিএস]
ক. ৩ বছর খ. ৪ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ৬ বছর
৬. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে- [৩৮তম বিসিএস]
ক. রাজনৈতিক দল খ. সুশীল সমাজ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রমাসন বিভাগ
৭. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]
ক. জন ক্লার্ক মার্শম্যান খ. উইলিয়াম কেরী
গ. সংবাদ কৌমুদী ঘ. সমাচার চন্দ্রিকা
৮. বাংলাদেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা- [৩৫তম বিসিএস]
ক. ৩৫টি খ. ২০টি
গ. ২৫টি ঘ. ৩০টি
৯. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দিয়েছিল? [৩৫তম বিসিএস]
ক. টাইম
খ. নিউজ উইকস
গ. ইকোনোমিস্ট
ঘ. ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি
১০. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
ক. দিকদর্শন খ. বঙ্গদর্শন
গ. তত্ত্ববোধিনী ঘ. সংবাদ প্রভাকর
১১. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সাবমেরিন কেবলস অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কত দূরত্বের ব্যয় বহন করতে হয়? [২৭তম বিসিএস]
ক. ৭০০ কি.মি খ. ৫৭০ কি.মি
গ. ৩০০ কি.মি ঘ. ১৭০ কি.মি
১২. বাংলাদেশে রঙিন টিভি সম্প্রচার কোন সনে শুরু হয়? [২৬তম বিসিএস]
ক. ১৯৭৯ খ. ১৯৮০
গ. ১৯৮১ ঘ. ১৯৮২
১৩. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা কবে চালু হয়? [২৬তম বিসিএস]
ক. ৪ জানুয়ারি ১৯৯০ খ. ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
গ. ৩ মার্চ ১৯৯০ ঘ. ৪ জানুয়ারি ১৯৯১
১৪. সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? [১৪তম বিসিএস]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাঠ্য ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৫. বাংলাদেশের প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭ গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৯
১৬. প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. খন্দকার মোশতাক আহমদ ঘ. জিয়াউর রহমান
১৭. জনগণের সরাসরি ভোটে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৮ সালে
গ. ১৯৭১ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে
১৮. BNP এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Bangladesh National Party
খ. Bangladeshi Nationalist Party
গ. Bangladesh Nationalist Party
ঘ. Bangladesh Nation Party
১৯. বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক?
ক. মওলানা ভাসানী খ. আতাউল গণি ওসমানী
গ. জিয়াউর রহমান ঘ. এ. কে. ফজলুল হক

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	ঘ	১২	খ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ		



Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. তালিাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি চালু করা হয়-
ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮১ সালে
গ. ১৯৮২ সালে ঘ. ১৯৯৩ সালে
২. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সাবমেরিন কেবলস্ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কত দূরত্বের ব্যয় বহন করতে হবে?
ক. ৭০০ কিমি খ. ৫৭০ কিমি
গ. ৩০০ কিমি ঘ. ১৭০ কিমি
৩. 'সাবমেরিন কেবল' প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম?
ক. অর্থ খ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঘ. পররাষ্ট্র
৪. বাংলাদেশের কোথায় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়?
ক. চট্টগ্রাম খ. সেন্ট মার্টিন
গ. কক্সবাজার ঘ. খুলনা
৫. বাংলাদেশে কার্ডফোন চালু হয় কবে?
ক. ৩ সেপ্টেম্বর, '৯১ খ. ৩ সেপ্টেম্বর, '৯২
গ. ৩ সেপ্টেম্বর, '৯৩ ঘ. ৩ সেপ্টেম্বর, '৯৪
৬. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালুর সন-
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৭ ঘ. ১৯৯৮
৭. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?
ক. দক্ষিণ আফ্রিকা খ. তাইওয়ান
গ. ইসরাইল ঘ. কিউবা
৮. সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র কবে স্থাপিত হয়?
ক. ১৯৯৪ সালে খ. ১৯৯৫ সালে
গ. ১৯৯৬ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে
৯. বিটিআরসি-র পুরো নাম-
ক. বাংলাদেশ টোব্যাকো রেগুলেটরি কমিটি
খ. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন
গ. ব্রিটিশ টেলিফোন রিসিডিং কাউন্সিল
ঘ. বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিটি
১০. স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকেটে কিসের ছবি ছিল?
ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ. লালবাগের কেল্লা
গ. সোনা মসজিদ ঘ. শহীদ মিনার
১১. ফিলাটেলি শব্দটি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?
ক. ফিলাডেলফিয়া খ. ডাক বিভাগ
গ. টেলিফোন সংলাপ ঘ. ম্যানিলা
১২. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকেটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক. বিমান মল্লিক খ. হাশেম খান
গ. মইনুল হোসেন ঘ. আবদুর রাজ্জাক
১৩. বাংলাদেশে পোস্টাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. ঢাকা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা
১৪. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে-
ক. রাজনৈতিক দল খ. সুশীল সমাজ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রশাসন বিভাগ
১৫. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য কি?
ক. সরকারি স্বার্থ উদ্ধার খ. সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার
গ. গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার ঘ. রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার
১৬. কোনটি সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে?
ক. বিচারকগণ খ. আমলাগণ
গ. আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ঘ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
১৭. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিচের কোনটির কার্যক্রমকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে?
ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৮. ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক. শ্রমিক পরিষদ খ. কর্মচারী পরিষদ
গ. শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ ঘ. শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

১৯. সুশীল সমাজ হলো—

- ক. রাজনৈতিক দল
খ. ধর্মীয় সম্প্রদায়
গ. উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
ঘ. সরকারি সংস্থা

২০. 'সুজন' কি?

- ক. একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম
খ. সুশাসনের জন্য নাগরিক
গ. এক প্রকার আম
ঘ. রাজনৈতিক দল

২১. TIB-এর পূর্ণরূপ কি?

- ক. Transparency International Bangladesh
খ. Transparenc International Bangladesh
গ. Transparency of Intelligence Branch
ঘ. Transparency of Intelligence Bureau

২২. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হলো—

- ক. সমন্বিত গোষ্ঠী
খ. ধর্মীয় গোষ্ঠী
গ. বিশেষায়িত গোষ্ঠী
ঘ. আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

২৩. দুর্নীতিহ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংগঠন?

- ক. Greenpeace
খ. Transparency International
গ. Amnesty Internatinal
ঘ. Interpol

২৪. 'Amnesty International' কি ধরনের সংস্থা?

- ক. অর্থনৈতিক
খ. সাহিত্য সম্পর্কিত
গ. মানবাধিকার
ঘ. আইন সম্পর্কিত

২৫. 'আইন ও সালিশি কেন্দ্র' কি ধরনের সংস্থা?

- ক. অর্থনৈতিক
খ. মানবাধিকার
গ. ধর্মীয়
ঘ. খেলা

২৬. কোন সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে?

- ক. রাজতন্ত্র
খ. স্বৈরতন্ত্র
গ. এককেন্দ্রিক
ঘ. উদারনৈতিক গণতন্ত্র

২৭. উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

- ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

২৮. শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট কোন ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী?

- ক. উন্নয়নমূলক
খ. পরিবর্তনমূলক
গ. সংরক্ষণমূলক
ঘ. পরিবর্ধনমূলক

২৯. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহকে অ্যালমড পাওয়েল কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন?

- ক. তিন
খ. চার
গ. পাঁচ
ঘ. ছয়

৩০. কীসের ভিত্তিতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর শ্রেণিবিভাগ করলে সহজে প্রকৃতি ও ধরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়?

- ক. প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে
খ. প্রকৃতির ভিত্তিতে
গ. গুরুত্বের ভিত্তিতে
ঘ. ভূমিকার ভিত্তিতে

৩১. সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে বা করতে চায় নিচের কোনটি?

- ক. নির্বাচন কমিশন
খ. এনজিও
গ. হাইকোর্ট
ঘ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৩২. জাতীয় সংসদে নিরপেক্ষতার প্রতীক কে?

- ক. প্রধানমন্ত্রী
খ. বিরোধী দলীয় নেতা
গ. স্পিকার
ঘ. মন্ত্রীবর্গ

৩৩. দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫ বার) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন কে?

- ক. শেখ হাসিনা
খ. খালেদা জিয়া
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. মওদুদ আহমেদ

৩৪. সংবিধান সংশোধন ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে তখনই পাশ কাটাতে পারে, যখন নিজ দলের সাংসদ সংখ্যা হয়—

- ক. ১/২ অংশ
খ. ২/৩ অংশ
গ. ১/৩ অংশ
ঘ. কোনটিই নয়

৩৫. আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন?

- ক. চা-চিনি
খ. দা-কুমড়া
গ. রুই-কাতলা
ঘ. দেশপ্রেমিক

৩৬. ওয়াকআউট কি?

- ক. বিরোধী দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের নাম
খ. সাময়িক সময়ের জন্য বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বর্জন
গ. চিফ হুইপের ভাষণ
ঘ. স্পিকার কর্তৃক রুল জারি

৩৭. বাংলাদেশ বেতারের পূর্বনাম কী?

- ক. বাংলাদেশ রেডিও
খ. রেডিও বাংলাদেশ
গ. বেতার বাংলাদেশ
ঘ. কোনটিই নয়

৩৮. বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর ঢাকা শহরের কোথায় অবস্থিত?

- ক. শ্যামলী
খ. আগারগাঁও
গ. মিরপুর
ঘ. শাহবাগ

৩৯. বাংলাদেশ প্রথম কমিউনিটি রেডিও কোনটি?

- ক. Radio Foorti খ. ABC Radio
গ. Radio Padma ঘ. Radio Amar

৪০. দেশের প্রথম এফএম রেডিও কোনটি?

- ক. এবিসি রেডিও খ. রেডিও ফুর্তি
গ. রেডিও আমার ঘ. রেডিও টুডে

৪১. 'রেডিও ফুর্তি' কী?

- ক. এফএম ব্যান্ডের বেতারকেন্দ্র
খ. টিভি চ্যানেল
গ. আড্ডাখানা
ঘ. কোনটিই নয়

৪২. বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

- ক. ১৯৪৭ খ্রি. খ. ১৯৫৮ খ্রি.
গ. ১৯৬৪ খ্রি. ঘ. ১৯৬৫ খ্রি.

৪৩. ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়-

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৪৪. বাংলাদেশের প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়

- ক. ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০
খ. ১ নভেম্বর, ১৯৮০
গ. ১ জানুয়ারি ১৯৮০
ঘ. ১ জানুয়ারি ১৯৭৯

উত্তরমালা

১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ঘ
১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	ক	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	ক												



Self Study

১. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি?

- ক. দিগদর্শন খ. বঙ্গদর্শন
গ. তত্ত্ববোধিনী ঘ. সংবাদ প্রভাকর

২. বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের নাম কী?

- ক. দিগদর্শন খ. সমাচার দর্পণ
গ. সংবাদ প্রভাকর ঘ. তত্ত্ববোধিনী

৩. প্রথম বাংলা পত্রিকা কোনটি?

- ক. কল্লোল খ. প্রভাকর
গ. সংবাদ ঘ. দিগদর্শন

৪. শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টায় কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

- ক. সমাচার দর্পণ খ. বেঙ্গল গেজেট
গ. সংবাদ কৌমুদী ঘ. সমাচার চন্দ্রিকা

৫. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

- ক. জন ক্লার্ক মার্শম্যান খ. ইউলিয়াম কেরী
গ. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ঘ. ডেভিড হেয়ার

৬. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রকাশকাল?

- ক. ১৮০০ খ্রি. খ. ১৮১৮ খ্রি.
গ. ১৮৩৫ খ্রি. ঘ. ১৮৫০ খ্রি.

৭. 'বঙ্গদূত' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়?

- ক. ১৮৩৯ খ. ১৭৮০
গ. ১৮৩৩ ঘ. ১৮২৯

৮. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন?

- ক. নজরুল ইসলাম খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৯. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?

- ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্রমথ চৌধুরী

১০. সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?

- ক. গ্রামবার্তা খ. বঙ্গদর্শন
গ. মাসিক পত্রিকা ঘ. সংবাদ প্রভাকর

১১. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৬৫ খ. ১৮৭২
গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৮১
১২. 'তত্ত্ববোধিনী' প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৪১ সালে খ. ১৮৪২ সালে
গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৪৩ সালে
১৩. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. অক্ষয়কুমার দত্ত খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী
১৪. হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম?
ক. অবকাশ রঞ্জিকা খ. বিবিধার্থ সংগ্রহ
গ. কাব্য প্রকাশ ঘ. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা
১৫. 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক. মীর মশাররফ হোসেন
খ. মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
গ. রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাহাদী
ঘ. মোজাম্মেল হক
১৬. 'সবুজপত্র' কী?
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. সাময়িকপত্র ঘ. গদ্যসংকলন
১৭. 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক. মুন্সী মেহেরুল্লা খ. সঞ্জয় ভট্টাচার্য
গ. কামিনী রায় ঘ. মোজাম্মেল হক
১৮. 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯০৯ খ. ১৯১০
গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯২১
১৯. শেরে এ বাংলা এ. কে ফজলুল হকের পরিচালনায় 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা ১৯৪১ সালে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন?
ক. মুজাফফর আহমদ খ. ওয়াজেদ আলী
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন

২০. 'মাসিক মোহাম্মদী' কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক. অক্ষয়কুমার দত্ত খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী
২১. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা?
ক. ধূমকেতু খ. অগ্নিবীণা
গ. বজ্রবাণী ঘ. বঙ্গদর্শন
২২. 'মাসিক মোহাম্মদী' কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯২৬ সালে খ. ১৯২৭ সালে
গ. ১৯২৮ সালে ঘ. ১৯২৯ সালে
২৩. 'কল্লোল' পত্রিকা প্রথম মুদ্রিত হয়?
ক. ১৯১৪ সালে খ. ১৯১৭ সালে
গ. ১৯২৩ সালে ঘ. ১৯৩০ সালে
২৪. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোনটি?
ক. সংবাদ খ. ঢাকা প্রকাশ
গ. আজকের কাগজ ঘ. ইত্তেফাক
২৫. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকাটি?
ক. অরুণি খ. পরিচয়
গ. নবশক্তি ঘ. ত্রাণ
২৬. ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র?
ক. শিখা খ. সমকাল
গ. অভিযান ঘ. জয়শ্রী
২৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম?
ক. সংবাদ রত্নাবলী খ. সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়
গ. সাহিত্য ঘ. আঙুর
২৮. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকার নাম?
ক. কবিতা খ. কালিকলম
গ. পরিচয় ঘ. পূর্বাশা

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ
১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ক				

Class

Exam

১. বাংলাদেশ টেলিভিশনের সুবর্ণজয়ন্তী কোন দিন?

ক. ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩

খ. ১২ ডিসেম্বর, ২০১৩

গ. ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৩

ঘ. ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩

২. বাংলাদেশে কখন থেকে ডিশ এন্টিনা ব্যবহৃত চালু হয়?

ক. ১৯৯১

খ. ১৯৯২

গ. ১৯৯৩

ঘ. ১৯৯৪

৩. ঢাকা টেলিভিশনের প্রথম নাটক কোনটি?

ক. একতলা দোতলা

খ. জমিদার দর্পণ

গ. কবর

ঘ. কাবুলিওয়ালা

৪. দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের নাম কী?

ক. এটিএন বাংলা

খ. চ্যানেল আই

গ. একুশে টিভি

ঘ. রূপসী বাংলা

৫. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল কোনটি?

ক. বিটিভি

খ. এনটিভি

গ. চ্যানেল আই

ঘ. আরটিভি

৬. 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' চালু হয় কখন?

ক. ১১ এপ্রিল, ২০০৪

খ. ৯ মার্চ, ২০০৪

গ. ৭ মার্চ, ২০০৪

ঘ. ২৩ মার্চ, ২০০৪

৭. বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইটের অন্তর্ভুক্তি কোন

সালে?

ক. ২০০২

খ. ২০০১

গ. ২০০৩

ঘ. ২০০৪

৮. সংবাদ ভিত্তিক চ্যানেল কোনটি?

ক. যমুনা টিভি

খ. এন টিভি

গ. একুশে টিভি

ঘ. দিগন্ত টিভি

৯. কোনটি সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল নয়?

ক. সময় টিভি

খ. এটিএন নিউজ

গ. চ্যানেল আই

ঘ. ইনডিপেনডেন্ট

১০. আজ এবং আগামীর কোন টেলিভিশন চ্যানেলের শ্লোগান?


ক. আরটিভি

খ. সময় টিভি

গ. এটিএন বাংলা

ঘ. এনটিভি

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি **iddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া
 এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।



বইটির বৈশিষ্ট্য

- ১. বিশদ, স্পষ্ট, পরিষ্কার ভাষায়, বাংলা ভাষায় সহজ ভাষায় লিখিত।
- ২. বইটিতে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৩. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৪. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৫. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৬. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৭. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৮. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ৯. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।
- ১০. বইটিতে প্রচুর ব্যাকরণগত ব্যাকরণ দেওয়া হয়েছে।

এম জাহিদ প্রমুখ মুকুল সারের

CLASSROOM ENGLISH

GRAMMAR

BCS Bank PSC Non Cadre Varsity Admission Exam And Other Competitive Exams

Md. Mayedul Islam Prodhon

বইটি এখন সারা
বাংলাদেশের অভিজাত
লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইনে বইটি পেতে
কল করুন:
01963929213
(WhatsApp)

